# স্বাগতম

জাতীয় বাজেট ২০০৯-১০ পর্যালোচনা

## কৃষি, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও জনসেবা খাত

জাতীয় প্রেসক্লাব, ১৭ জুন ২০০৯

## সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান - সুপ্র

# জাতীয় বাজেট : ২০০৯-১০

- দেশের মানুষের ব্যাপক প্রত্যাশা, সময়ের বাস্তবতা ও চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় বিশাল বাজেট (১,১৩,৮১৯ কোটি টাকা) প্রণীত হলেও জনকল্যাণধর্মী রাষ্ট্র তৈরির লক্ষ্যে বাজেটের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করাই এবারের বাজেটের প্রধান চ্যালেঞ্জ
- সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব নামক খাতে হাসপাতাল ও স্কুলসহ অন্যান্য জনসেবাখাত গুলোকে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে এসে বেসরকারী উদ্যোগের কাছে তা সমপর্ণ করার প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে । রাষ্ট্র ব্যতীত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানি এসবের দায়িত্ব নিলে স্বাভাবিকভাবেই এতে সকল জনসাধারণের সমান অভিগম্যতার সুযোগ থাকবে না।
- সরকার অপ্রর্দশিত আয়ের উপর মাত্র ১০% কর প্রদান সাপেক্ষে তা বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়েছে । তিন বছরের মধ্যে কালো টাকা সাদা করার যে অশুভ উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে তা অবৈধ আয় ও দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার শামিল।
- সরকার দাতাদের আরোপিত দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র-২ এর পরিবর্তে স্বাধীনভাবে পঞ্চবার্ষিক ও পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয় ।

# বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ

- অর্থ মন্ত্রী অংশীদারিত্বমূলক জেলা বাজেট প্রণয়নের কথা আগামী বাজেটে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
- বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ও বাজেট সম্পর্কিত তথ্যে কৃষক, শ্রমিক, নারী, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ খুবই সীমিত
- তৃণমূল মানুষের চাহিদা ও পরামর্শের আলোকে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং তদারকিসহ ফলাফল লাভ ও মূল্যায়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।

# ঘাটতি বাজেট, বৈদেশিক ঋণ ও করকাঠামো সংস্কার

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন কোন শর্তযুক্ত ঋণ বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না। আমরা আশা করি, উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে এর প্রতিফলন ঘটবে ।
- এবারের বাজেট ঘাটতি সবচেয়ে (৩৪,৩৫৮ কোটি) বেশি যা দেশী-বিদেশী ঋণের মাধ্যমে মেটানো হবে ; অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ২০,৫৫৫ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক খাত থেকে ৮,৬৭৩ কোটি টাকা।
- আগামি অর্থ বছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সুদ পরিশোধ খাতে অর্থাৎ ১৩.৯% যা শিক্ষা বাজেটের (১২.৬%) থেকেও বেশি।
- বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় নতুন ঋণ করার প্রবণতা থেকে সরে এসে ইতোমধ্যে গৃহীত বিদেশী ঋণ বাতিলের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে ।
- দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- করের আওতা বৃদ্ধির জন্য কর কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। কর দাতাদের উৎসাহিত করার জন্য প্রচারাভিযান চালানো এবং কর প্রশাসনকে কর দাতাবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

# বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন

- এডিপির পূর্ণ বাস্তবায়ন  নির্দিষ্ট অর্থবছরে কখনোই সম্ভব হয়নি।
- বিগত বছর গুলোতে এডিপি বাস্তবায়নের সমস্যাগুলোর মধ্যে ছিলো; প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, স্থানীয় সরকারকে অন্তর্ভূক্ত না করা, সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি
- ২০০৯-১০ সালের বাজেটে এডিপির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের  এডিপির চেয়ে ৪ হাজার  কোটি টাকা (১৯ শতাংশ) এবং সংশোধিত এডিপির চেয়ে ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ( ৩৩ শতাংশ) বেশি।
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের এডিপিতে মোট প্রকল্প ধরা হয়েছে ৮৮৬ টি। এর মধ্যে পুরাতন প্রকল্পের সংখ্যা ৮৫১ টি এবং নতুন প্রকল্পের সংখ্যা মাত্র ৩৫ টি ।
- এডিপির পূর্ণ এবং মানসম্মত বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন; স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকারের সাথে সাংসদদের সমন্বয় সাধন, কাজের বণ্টন, প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী মনিটরিং জোরদার এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সহ বিভিন্ন কৌশলি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

# কৃষি ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

- বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামী ২০১২ সালের মধ্যে সরকার খাদ্যে সার্বভৌমত্ব অর্জন করার অঙ্গীকার করেছে
- সুপ্র কৃষিখাতে অধিকতর বাজেট বরাদ্দ ও কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধি, সঠিক সময়ে কৃষকের কাছে ভালো বীজ ও প্রযুক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করা, ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার হ্রাস করা, কৃষি ঋণ সহজ করা, কৃষি বীমা চালু করা, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়েছে
- সরকার ২০০৯-১০ বাজেটে কিছু কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে যেমন, লবণাক্ততার ঝুঁকি প্রতিরোধ, কৃষিঋণ বিতরণ, পার্বত্য জেলাগুলোতে বিশেষ রেয়াতিহারে ঋণ প্রদান কার্যক্রম, বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, কৃষি গবেষণার উন্নয়ন ও ৩৩৩টি খাদ্যগুদাম নির্মাণের কাজ
- খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার ঘোষণা সত্ত্বেও এ বছর কৃষিখাতে বাজেট কমানো হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১০,৪২৮ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ১০.৬ শতাংশ, এ বছর এটা কমে হয়েছে ৮,৯৬৩ কোটি যা মোট বাজেটের ৭.৯ শতাংশ।

# কৃষি ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

- ২০০৮-০৯ এ ভর্তুকি ছিল ৫,৭৮৫ কোটি যা মোট বাজেটের ৬.১৪ শতাংশ, এ বছর এটা কমে হয়েছে ৩৬০০ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৩.১৬ শতাংশ
- চলতি বছরে ধান চাষে কৃষকেরা পুঁজি উঠাতে পারেনি এবং ধান-চালের মুনাফার একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে চালকল মালিক ও ব্যবসায়ীদের পকেটে। বাজারে মানসম্মত বীজ নেই। ভেজাল সার কিনে কৃষক প্রতারিত হচ্ছে। কৃষিপণ্য সংরক্ষণে পর্যাপ্ত হিমাগারের ব্যবস্থা নেই
- এছাড়া প্রতি বছর ৬৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে এ ব্যাপারেও কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য বাজেটে নেই
- আগামি ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য কৃষি জমি অকৃষি খাতে স্থানান্তর রোধ করা, ভূমি সংস্কার ও ভূমিতে প্রকৃত কৃষক তথা বর্গা চাষীর অধিকার ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল ও সেচ যন্ত্রাংশ) সহজলভ্যতা ও প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে এবং মিল মালিকদের জিম্মিদশা থেকে কৃষকদের মুক্ত করতে হবে
- পাট শিল্পের জাগরণ ও এর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বাজেটে এর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার, কর্ম পরিকল্পনা ও বরাদ্দ রাখতে হবে

# সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

- মানসম্মত শিক্ষার অভাব, বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা, ঝরে পড়া হারের উর্ধ্বগামীতা, গ্রাম ও শহরের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান, শিক্ষার পণ্যায়ন, বেসরকারিকরণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ইত্যাদি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা
- আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২.৬% যা বিগত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের (১৩.৩%) তুলনায় শতকরা হারে কম
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন; মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ শতাংশ নতুন বই সরবরাহ, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি, ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ শতাংশ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৫০ থেকে ১:৪০ এ নামিয়ে আনা

# সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা

- সরকার যেখানে ঋণ এর সুদ পরিশোধে বরাদ্দ রেখেছে ১৩.৯ শতাংশ সেখানে গতানুগতিক ধারাবাহিকতায় শিক্ষাখাতে এর থেকেও বরাদ্দ কম অর্থাৎ ১২.৬ শতাংশ
- শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ জনসেবাখাতকে পিপিপি'র আওতাভূক্ত করা হয়েছে
- শিক্ষার মতো সেবা খাতগুলোকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে না হলে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অবারিত হবে না
- আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী জানাচ্ছি কারণ শিক্ষাকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দিলে শিক্ষার ব্যয় বেড়ে যাবে এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমান অভিগম্যতা সীমিত হয়ে আসবে
- একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে

# ২০২০ সাল: সকলের জন্য স্বাস্থ্য

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল ৬,০৯২ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫.৯%
- সংশোধিত আকারে যা দাড়ায় ৬, ১৯৬ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.২%
- বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে ৬, ৯৮০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.১% এবং গত বছরের সংশোধিত  বাজেটের তুলনায় প্রায় ১% কম
- স্বাস্থ্যখাতকেও পিপিপি'র আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে

# ২০20 সাল: সকলের জন্য স্বাস্থ্য

- এর ফলে স্বাস্থ্যসেবার বেসরকারীকরণ ও বানিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।
- দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা সীমিত হয়ে আসবে
- ঔষধের মূল্য নির্ধারণে কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রাইভেট ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রমরমা ব্যবসা আরো বেশি প্রসারিত হবে
- দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যখাতকে পিপিপি'র আওতামুক্ত রাখা
- সরকারি হাসপাতালে সকল শুণ্যপদে অবিলম্বে ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ান নিয়োগ দেওয়া
- সরকারি মনিটরিং ও নজরদারি বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ বাস্তবায়ন, এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকি নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছি

# সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

- প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে ৯,২১১ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৮% ও জিডিপির ২.৫%) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে
- বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দু:স্থ মহিলাদের জন্য ভাতা, দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকালীন ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উপকারভোগীর সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে যা গ্রামীণ দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনসাধারণকে রক্ষার জন্য একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ
- দারিদ্র্য নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র্যের মূল কারণ চিহ্নিত করে আয় বৈষম্য দূরীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে
- এ খাতে শুধু বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোই সামজিক দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে না এর জন্য প্রয়োজন সর্ব প্রকার  দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপচয় রোধে উপযুক্ত মনিটরিং জোরদার করা
- আগামি অর্থ বছরে গ্রামীণ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি খাতের বাজেট সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন, অঞ্চলভিত্তিক প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ন্যায্য মজুরি প্রদান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওদেরকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে ।

# নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

- নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ পুনর্বহাল করার কথা বলা হয়েছে
- সংসদে নারী আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা হবে যারা সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ ও কারিগরী সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে
- একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে একজন নারী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেই সে মাতৃত্বকালীন সেবা ও বয়সকালীন ভাতা পাওয়া তার অধিকার
- আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা যাবে না। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে
- নারীদের এর প্রকৃত সুবিধা নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে

# বিদ্যুৎ

- আগামি অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪ হাজার ৩১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট বাজেটের ৩.৮ শতাংশ
- বাজেটে নতুন অর্থবছরে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার কথা না থাকলেও চারবছর মেয়াদি পরিকল্পনা ও ২০১৩ সালের মধ্যে পাচঁ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী
- আগামী বাজেটে বিদ্যুতের বিকল্প উৎস হিসেবে সৌর বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় সৌর প্যানেল আমদানি এবং স্থানীয় উৎপাদন, সরবরাহ পর্যায় ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি আমদানির উপর থেকে ভ্যাট তুলে নেওয়া হয়েছে
- এবারের বাজেটে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন বাজেট পিপিপি'র আওতায় নেয়া হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি যে, সেবাখাতগুলো ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দিলে দরিদ্র মানুষ সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হবে
- বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে দেশে প্রায় ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। সরকারি প্রণোদনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এটাকে শহরাঞ্চলেও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন

# পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

- এবারের বাজেটে (২০০৯-২০১০) সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে
- ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে পরিবহণ ও যোগাযোগখাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৭,৪৩৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৬.৫%
- তবে বিগত দু'দশকেরও বেশি সময় পরে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্ভাবনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছে যা ছিল সুপ্রর দীর্ঘদিনের দাবী
- যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পিপিপি'র আওতায় নিয়ে আসলে দরিদ্র মানুষের পরিবহণ রেল ও নৌপথে যাতায়াত সীমিত হয়ে আসবে

# জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা

- এ বারের বাজেট ঘোষণায় বলা হয়েছে, ২০৫০ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ২ কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হবে
- জাপান সরকার ৭০০ কোটি টাকা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে
- দেশীয় নীতি কৌশলের মাধ্যমে পরিবেশ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে
- সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ৬৫০ কোটি টাকার যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে সঠিকভাবে তার বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী।
- পরিবেশ দূষণ রোধ, নদী ও জলাশয়সমূহকে রক্ষা করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উন্নত দেশের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় ও বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে কাজ করতে হবে ।

- চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদ্যুতের ভয়াবহ সংকট, শ্লথ রপ্তানি খাত ও বৈদেশিক সহায়তার অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে আগামি অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন খুবই চ্যালেঞ্জিং
- জনসেবাখাতসমূহে দুর্নীতি প্রতিরোধ, জনসেবা খাতে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কমিয়ে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য কর কাঠামো সংস্কার, বিদেশী দাতা সংস্থার অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ রোধ এবং প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষ ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক সুশাসন, সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

# ধন্যবাদ

www.supro.org